37745 - রোজাদাররে মসিওয়াক ব্যবহার করা ও মসিওয়াক করে থুথু গলিে ফলো

প্রশ্ন

রমজানরে দনিরে বলোয় মসিওয়াক ব্যবহার করার হুকুম কী? মসিওয়াকরে থুথু গলিে ফলো কি জায়যে আছ?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

রোজাকালে ও রোজা ছাড়া, দবিসরে প্রথমভাগে অথবা শষেভাগে সবসময় মসিওয়াক করা মুস্তাহাব। দললি হচ্ছ-

১- ইমাম বুখারি (নং ৮৮৭) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যদি আমি আমার উম্মতরে জন্য কঠনি মনে না করতাম তাহলে তাদরেকে প্রত্যকে নামাযরে সময় মসিওয়াক করার নর্দিশে দতিাম।"

২- ইমাম নাসাঈ, আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "মসিওয়াক হচ্ছ- মুখ পবত্রিকারী ও রব্বকে সন্তুষ্টকারী"[নাসাঈ (৫), আলবানী সহহি নাসাঈ গ্রন্থে (৫) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

এ হাদসিগুলোতে সবসময় মসিওয়াক করা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে দললি পাওয়া যায়। এ বধিান থকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজাদারকে বাদ দনেনি। বরং হাদসিগুলো রোজাদার ও রোজাদার নয় এমন সকলকে শামলি কর।

মসিওয়াক করার পর থুথু গলিে ফলো জায়যে। তবে যদি মসিওয়াকরে কোন কছিু ছুটে মুখে থাকে তাহলে সটো ফলেে দয়িে থুথু গলিে ফলেব। যমেন রোজাদাররে জন্য ওজু করা জায়যে। ওজুর পানি মুখ থকেে ফলেে দয়িে থুথু গলিে ফলো জায়যে। কুলরি পানি মুখ থকেে শুকয়িে ফলো আবশ্যকীয় নয়।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' (৬/৩২৭) কতিাবে বলনে:

মুতাওয়াল্লি ও অন্যান্যরা বলনে: "রোজাদার কুলি করার পর কুলরি পানি ফলেে দয়ো অপরহিার্য। কোন কাপড় বা এ জাতীয় কছিু দয়িে মুখ শুকানো অপরহিার্য নয়- এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নইে।" সমাপ্ত

ইমাম বুখারি (রহঃ) বলনে:

রোজাদার কর্তৃক কাঁচা ও শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা শীর্ষক অধ্যায়... আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: "যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কঠিন মনে না করতাম তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক ওজুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।" বুখারি বলেন: "এ বিধান থেকে রোজাদারকে বাদ দেয়া হয়নি"। আয়েশা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: "মিসওয়াক হচ্ছে- মুখ পবিত্রকারী ও রব্বকে সন্তুষ্টকারী" আতা ও কাতাদা বলেন: "তার থুথু সে গিলে ফেলবে।"

ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন:

"এ শিরোনামের মাধ্যমে তিনি যারা রোজাদারের জন্য কাঁচা মিসওয়াক করাকে মাকরুহ মনে করেন ইঙ্গিতে তাদের মতের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।"

এক্ষেত্রে তিনি রোজাদারকে অন্য কারো থেকে আলাদা করেননি। যেমনভাবে কাঁচা মিসওয়াক থেকে শুকনো মিসওয়াককে আলাদা করেননি। শিরোনামকে এভাবে গ্রহণ করলে এ শিরোনামের অধীনে যে কয়টি হাদিস উল্লেখ করেছেন সবগুলোর সাথে শিরোনামের সামঞ্জস্যতা ফুটে উঠে। আর এ সবগুলো বিধানকে অন্তর্ভুক্তকারী বাণীটি আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে- "তিনি তাদেরকে প্রত্যেক ওজুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন।" এ কথাটির দাবী হচ্ছে- প্রত্যেক সময় ও প্রত্যেক অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয।

আতা ও কাতাদা বলেন: "থুথু গিলে ফেলবে"

শিরোনামের সাথে এ উক্তিটির সামঞ্জস্য হলো- সর্বোচ্চ যে ভয়টি হতে পারে সেটা হচ্ছে- মিসওয়াকের কিছু মুখে মিশে যাওয়া। এ মিশে যাওয়া জিনিশটি কুলির পানির মত। যদি সেটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে থুথু গিলে ফেলে তাতে রোজার কোন ক্ষতি হবে না।[ইবনে হাজারের বক্তব্য সংক্ষেপে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

সঠিক মতানুযায়ী দিবসের প্রথমভাগে হোক বা শেষভাগে হোক রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা সুন্নত।[ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৪৬৮]

মিসওয়াক কাঁচা হলেও দিনের যে কোন সময় মিসওয়াক করা সুন্নত। যদি রোজাদার মিসওয়াক করে এবং মিসওয়াককালে ঝাঁঝ অনুভব করে বা এ জাতীয় কোন স্বাদ অনুভব করে এবং সেটা গিলে ফেলে অথবা থুথুসহ মুখ থেকে মিসওয়াক বের করে আবার মুখে দেয় এবং থুথু গিলে ফেলে এতে করে রোজার কোন ক্ষতি হবে না।[আল-ফাতাওয়া আল-সাদিয়া, পৃষ্ঠা- ২৪৫]

মিসওয়াকের মধ্যে থুথুর সাথে মিশে যায় এমন কোন পদার্থ থাকলে এ জাতীয় মিসওয়াক পরিহার করবে; যেমন- "সবুজ

মসিওয়াক”। অনুরূপভাবে মসিওয়াক তৈরীতে যদি লেবু বা পুদিনা পাতার ফ্লবোর ব্যবহার করা হয় তাহলে সটোও পরহিার করবে। আর মুখরে ভতেরে মসিওয়াকরে ছড়েঁা অংশ ঢুকে গলেে সগেুলো ফলেে দবিে। ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কছিু গলিে ফলো নাজায়যে। অনচ্ছিাকৃতভাবে কোন কছিু পটেে ঢুকে গলেে কোন ক্ষতি নইে”।[সাবউনা মাসয়ালা ফসি সয়িাম]

আল্লাহই ভাল জাননে।